মনীষার আলোকে

ভাষা ও শিক্ষা

সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি

প্রকাশকের কথা

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ-ফেল প্রথাকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের শিক্ষাজগতে যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, সকলেই আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। তার উপর মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত ইংরাজী সিলেবাস ও তার বিচিত্র শিক্ষণ পদ্ধতির ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক স্তরেও ইংরাজী শিক্ষার বিপর্যস্ত, অথচ ইংরাজী শিক্ষারপ্রয়োজন যে কি অপরিসীম, তা এদেশের সকল মানুষই জানেন। রাজ্য সরকার যখন প্রথম ইংরাজী শিক্ষাকে বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষ তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারের এই নীতি স্মরণীয় মনীষীদের চিন্তার বিরোধী। তাঁরা সেদিন যে সর্বনাশের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন আজ তা কঠোর বাস্তব। শিক্ষা, সংস্কৃতির স্বার্থে সর্বস্তরের মানুষই চাইছেন এই সর্বনাশা ভাষা ও শিক্ষানীতিকে প্রতিহত করতে। তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুন ব্যাপ্তিতে ভাষা ও শিক্ষার আন্দোলনকে গড়ে তোলার।

এরই প্রেক্ষাপটে স্মরণীয় মনীষীদের ভাষা ও শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু চিন্তাকে গ্রথিত করে আমরা এই সঙ্কলনটি প্রকাশ করেছি। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রকাশনার কাজে আমরা শ্রদ্ধাভাজন, অনেক মানুষের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান ভাষা ও শিক্ষার আন্দোলনকে সুসংহতভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সঙ্কলনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে যদি কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটে থাকে, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই।

৭ই জানুয়ারী
১৯৮৯

অভিনন্দন সহ
চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য
চেয়ারম্যান,
সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি

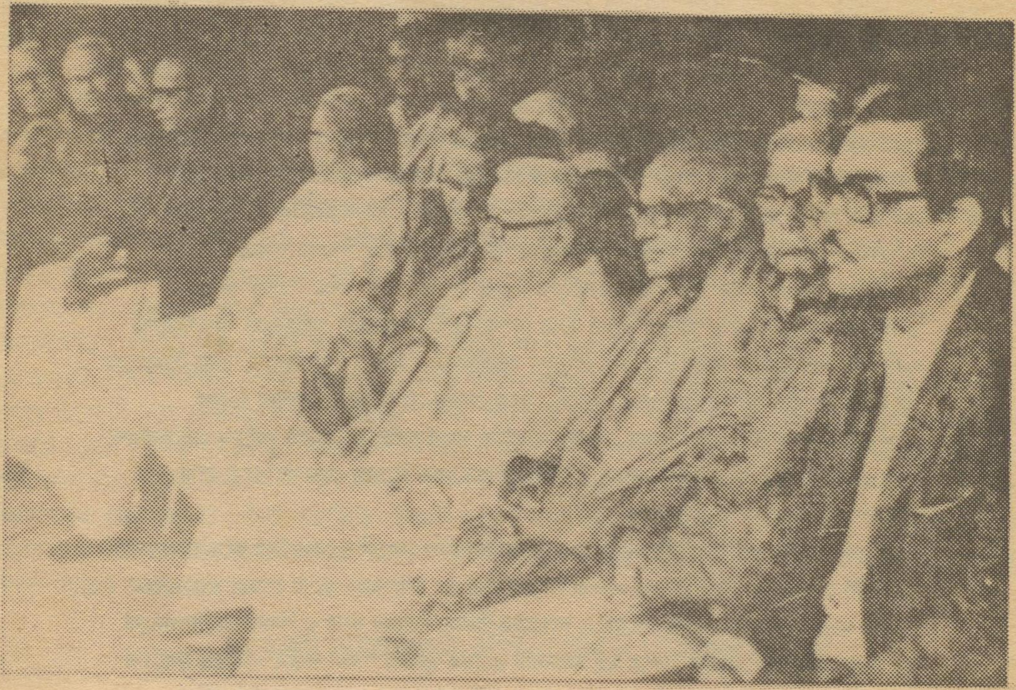

যে ঐতিহাসিক ভাষা ও শিক্ষার আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গকে আলোড়িত করেছিল তারই এক মুহূর্ত —রাজপথে শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীরা। বাম দিক থেকে উপবিষ্ট - ডঃ অরবিন্দনাথ বসু, ডঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত, শৈলেশ দে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ সুকুমার সেন, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, মানিক মুখোপাধ্যায়।

মনীষার আলোকে ভাষা ও শিক্ষা

প্রশ্ন উঠেছে মাধ্যমিক স্তরের ইংরাজী সিলেবাস নিয়ে। প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমস্ত স্তরের মানুষই। প্রশ্ন হল, এই সিলেবাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজী শিখবে কতটুকু ? কারণ, এই নতুন সিলেবাসটিতে সুসংবদ্ধ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, বিষয়বস্তুকে করা হয়েছে বৃত্তিমুখী, সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যতটুকুও আছে তাকে এমনভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে তাতে ছাত্রছাত্রীরা সাহিত্যের মূল রসাস্বাদন থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া ইংরাজী ভাষাশিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল করে direct method-এর নামে ইংরাজী শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয় বাস্তব অবস্থা নেই, নেই তার কোন উপযোগী উপকরণ। ফলে না হচ্ছে পুরানো পদ্ধতি, না হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি—আর এর ফলস্বরূপ ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই পড়েছেন সংকটের মধ্যে।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এইজন্য যে, এখন যারা মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী তারা কেউই প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী পড়ে আসেনি। তাদের ইংরাজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন রাজ্য সরকার। যে ছাত্রটির পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অক্ষর-জ্ঞান হয়নি রাজ্য সরকারের নীতির ফলে, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে তার জন্য রাজ্য সরকারই এমন সিলেবাস রচনা করেছেন যা আয়ত্ত করা খুবই দুরূহ। ফলে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী নেই, মাধ্যমিক স্তরের এ হেন সিলেবাস ও শিক্ষণ-পদ্ধতির জন্য মাধ্যমিক স্তরেও ইংরাজী শিক্ষা কার্যত হবে না, ডিগ্রীস্তরে তা আবশ্যিক-ঐচ্ছিক। মাঝে উচ্চ মাধ্যমিকে দুবছর মাত্র ইংরাজী থাকবে। তারও অবস্থা কেমন দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। এক কথায় গোটা শিক্ষাজীবনেই ইংরাজী শিক্ষা বিত্তবান কিছু ইংরাজী মাধ্যমে পড়া ছাত্রছাত্রী ছাড়া সকলের কাছ থেকে বিসর্জিত হবে। অথচ আমাদের দেশে ইংরাজী-শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সম্প্রতি রাজ্য সরকার যে ডাক্তারী-ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য ইংরাজী অত্যাবশ্যক সেই কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা, সেখান থেকেও ইংরাজীকে বাতিল করেছেন। মনে পড়ে যায়, রাজ্য সরকার যখন প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তখন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে বলেছিলেন যে, বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী তুলে দিলেও ধীরে ধীরে সমস্ত স্তর থেকেই তা তুলে দেওয়া হবে। আজ সেকথা অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব হিসাবেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। ইংরাজী শিক্ষাকে বিসর্জন দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক যুক্তিরই অবতারণা করেছিলেন ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকার। তাঁরা বলেছিলেন ইংরাজী বিদেশী ভাষা এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মধ্যে একটা ঔপনিবেশিক মানসিকতা রয়েছে। তাই ইংরাজী শিখলে দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে। স্বাধীন দেশের সরকার হিসাবে এ তাঁরা হতে দিতে পারেন না।

ইংরাজী ভাষাশিক্ষা ঔপনিবেশিক মানসিকতা নয়

কিন্তু যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা ঠিক বিপরীত কথাটিই শুনতে পাই—

"...সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশান।...আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।...সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিলনা তিনিই ইংরাজী বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।"

রবীন্দ্রনাথ

(রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১-৩৪২ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

"ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত রত্ন প্রসূতি ইংরাজী ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল।

...এমন অনেক কথা আছে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে ; সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজীতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক পরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয় ; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র

(বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা)

"বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিষয়ের সহিত ইংরেজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আয়ত্ত করা আমাদের প্রয়োজন।"

বিবেকানন্দ

(ভারত কল্যাণ পৃঃ৬৮)

"···· তখন দেশে একটা দল ইংরাজী শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছ বিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব, এই ছিল তাঁদের ভয়। এ'কথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্য বিদ্যা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত কাণ্ডজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চাই।"

রবীন্দ্রনাথ

(ভারতপথিক রামমোহন রায়, পৃঃ ৩৯৭)

"বর্তমান রাজ্য সরকার নতুন কোন নীতি নির্দ্ধারণ করেননি। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সময়ের প্রস্তাব, বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ প্রভৃতিকে তারা বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছেন।...নতুন পাঠক্রম প্রণয়ন ও ভাষানীতি নির্ধারণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বর্তমান রাজ্য সরকারের মনগড়া একক প্রচেষ্টাও নয়। বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষা-সংক্রান্ত নতুন কর্মসূচী সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অংশবিশেষ।"

অথচ দেশ বিদেশের বরেণ্য মনীষীরা সাহিত্য পাঠের গুরুত্বের কথা বলেছেন বার বার ঃ

"সাহিত্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনা করেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্ হইতে পারেন, কিন্তু বাহিরের সংসার তাঁহাদের পরিচয় পায় না। কারণ, ভাষা সাহিত্যকে অবহেলা করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাশক্তিও অন্তর্ধান করে।"

শরৎচন্দ্র

(রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৬-৬০৭
জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

"জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ করে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিতভাবে গঠিত হয়। আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভালবাসতে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে অনেকে একে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণত দেখলে বিজ্ঞান দর্শন ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরী হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান দর্শনে মানুষ তৈরী হতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ

(লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে পত্রালাপ, পৃঃ ৮৩৭, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ)

"আমি মনে করি সাহিত্য কেবলমাত্র পুস্তক দ্বারাই নয়, স্মরণীয় এক নতুন ধরনের মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে।"

জর্জ লুইস বের্গেস
রিচার্ড বার্গিনের সাথে কথোপকথন

"সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে সাহিত্য মনুষ্যজগতের সঙ্গে পশুজগতের একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করে।"

উইলিয়াম গডউইন
The Enquirer: Early Taste for reading.

"প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি, সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা—সাহিত্য এমনি করে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের এবং মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি। তারপরে আমরা ডাক্তারি শিখে মানুষের চিকিৎসা করি, বিজ্ঞান শিখে মানুষের মধ্যে জ্ঞান-প্রচার করতে প্রাণপণ করি। । গোড়ায় যদি আমরা মানুষকে ভালবাসতে না শিখতুম তা হলে সত্যকে তেমন ভালবাসতে পারতুম কিনা সন্দেহ। অতএব সাহিত্য যে সব গোড়াকার শিক্ষা এবং সাহিত্য যে চিরকালের শিক্ষা তাতে সন্দেহমাত্র নেই।"

রবীন্দ্রনাথ
(সাহিত্য)

"যে কথাগুলো দার্শনিকেরা, চিন্তানায়কেরা বোঝাতে চান, সাহিত্যিক সেগুলো এমন ভাবে মানুষকে রসের মাধ্যমে নানান দিকে খেলিয়ে খেলিয়ে বলেন যে মানুষ বুদ্ধির জন্য যদি তা নাও গ্রহণ করতে পারে, রসগ্রহণ করতে করতে, বাক্যবিন্যাস আওড়াতে আওড়াতে, ডায়লগগুলো আয়ত্ত করতে করতে, তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে খানিকটা তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। কাজেই সমাজে এই মানসিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেই বিপ্লব আনবার জন্য সাহিত্য অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র।"

শিবদাস ঘোষ

—শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, পৃঃ ১২-১৩

শিক্ষার সামগ্রিক বৃত্তিমুখিকরণ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের সাধনার উপর সর্বাত্মক আক্রমণ

বিষয়বস্তু হিসাবে সাহিত্যের গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়ে এই সিলেবাসে আমদানি করা হয়েছে বিভিন্ন কারিগরী বিষয়কে। সি পি আই(এম)-এর মুখপত্রে এ'কথা জোরের সাথেই বলা হয়েছে যে, এই সিলেবাসে "ভাষার ব্যবহারিক দিকটাতেই সমূহ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।" (৭ই মে) লার্নিং ইংলিশ স্টেপ-ফোর-এ ছাত্রদের জন্য নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে, "তোমাদের পড়তে হবে রেফারেন্স বই, জার্নাল, খবরের কাগজ, কেমন করে মেসিন চালাতে হয় তার নির্দেশাবলী,...তোমাদের পড়তে হবে অতি দ্রুত এবং তোমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যকে চিহ্নিত করতে হবে। সমস্ত লাইন পড়তে হবে, সব শব্দের মানে জানতে হবে তার কোন প্রয়োজন নেই।" বাস্তবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী বই-এর অধিকাংশ কলেবর জুড়ে যা রয়েছে তার চরিত্র মূলতঃ উৎপাদনমুখী, বৃত্তিকেন্দ্রিক। এগুলির মধ্যে আছে ফলের রস প্রস্তুত প্রণালী, চা উৎপাদন ও বাজারজাত করবার প্রক্রিয়া, রবার নিষ্কাশন পদ্ধতি, বই বাঁধানো, চক বা আঠা তৈরী করা, কাগজ তৈরী করা, গোবর গ্যাস প্রস্তুত প্রণালী, বনসৃজন, গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রযুক্তি ইত্যাদি।

এখানেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে সর্বাত্মক বৃত্তিমুখীকরণের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা অত্যন্ত পরিষ্কার করেই বলেছেন—"শিক্ষার প্রাথমিক-উত্তর, মাধ্যমিক-উত্তর, উচ্চমাধ্যমিক-উত্তর স্তরগুলিতে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে নানামুখী কার্যক্রম সম্পাদনের দিকে নজর দিতে হবে।"

(প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন ; অনুঃ ৪।৮)

কিন্তু বরেণ্য মনীষীদের কাছ থেকে আমরা এর বিপরীত মতটিই শুনতে পাই—

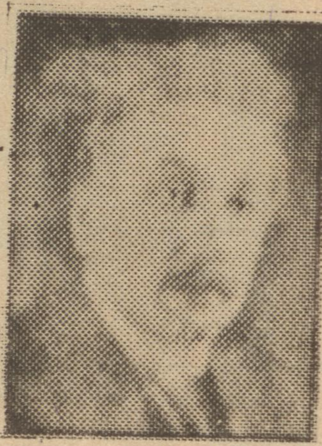

"বিদ্যালয়গুলিতে কেবলমাত্র সেই বিশেষ ধরনের জ্ঞান এবং বিষয়গুলির শিক্ষা দেওয়া দরকার যেগুলি পরবর্তীকালে একজন মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজে আসে—আমি এই ধারণার বিরোধী। স্বাধীন চিন্তা শক্তি এবং বিচার ক্ষমতার সর্বজনীন বিকাশের প্রশ্নটি সব সময় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার—বিশেষ জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নটি নয়।"

আইনস্টাইন

"উৎপাদন বৃদ্ধির অজুহাত খাড়া করে চাকুরীমুখী বা কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের জন্য একটি ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিছক কারিগরী ও নিতান্তই তথ্যসর্বস্ব শিক্ষার দিকে ঠেলে দেবার বুর্জোয়া শ্রেণীর চক্রান্ত..."

শিবদাস ঘোষ
(ছাত্র ও যুব সমাজের কর্তব্য)

"একজন মানুষকে কোন বিদ্যায় বিশেষত্বের শিক্ষা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এর ফলে সে একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রে পরিণত হতে পারে কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না। মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা এবং জীবনানুগ উপলব্ধি অর্জন করা ছাত্রদের পক্ষে অপরিহার্য্য। যা কিছু সুন্দর এবং নৈতিক দিক থেকে শুভ সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি তাকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে তার বিশেষত্বের জ্ঞান নিয়ে সে একটি সুশিক্ষিত কুকুরের মতোই বেড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গ বিকশিত মানুষ হিসাবে নয়।

আশু সুবিধা লাভের যুক্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি এবং অসময়োচিত বিশেষীকরণের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ আমাদের সেই চেতনাকেই ধ্বংস করে দেয়, যার উপর বিশেষীকৃত জ্ঞান সহ আমাদের গোটা সাংস্কৃতিক জীবনটাই নির্ভরশীল।"

—আইনস্টাইন (**Education for independent thought, 1952**)

"ঘটনারাজির বিপুল সংগ্রহশালা হতে সাধারণ নিয়মগুলোকে চর্বণ করতে করতে আমার মনটা বোধহয় একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে…সুকুমার অনুভূতি হারিয়ে জীবনের সুখ হারিয়েছি, শুধু সুখই নয় ধীশক্তির বিকাশ হয়েছে ব্যাহত এবং সম্ভবত আমাদের প্রকৃতির ভাবপ্রবণ দিক ক্ষীণ হ'তে হ'তে নৈতিকচরিত্রের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়েছে।"

স্যার চার্লস ডারউইন

"আসল প্রশ্ন হল : আমরা শিক্ষায় যে সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র সেগুলি দিয়েই ছাত্রদের মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করতে চাইব, নাকি আমরা তাদের এমন মানসিক সম্পদ দিতে চেষ্টা করব যা আপনগুণেই সমৃদ্ধ। বার ইঞ্চিতে একফুট এবং তিনফুটে একগজ—এই জ্ঞানটি কার্য্যকরী কিন্তু যেখানে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেখানে এটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কারণ এই জ্ঞানের কোন অন্তর্নিহিত মূল্য তাদের কাছে নেই। অপরদিকে হ্যামলেট নাটকটি রসাস্বাদন করার ক্ষেত্রে 'একজন মানুষ তার কাকাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ডেকে আনতে চাইছে'—এরকম কোন দুর্লভ ঘটনা ছাড়া বাস্তব জীবনে কোন কার্য্যকারিতা নেই। কিন্তু এটা এমন মানসিক সম্পদের সন্ধান দিতে পারে যা তাকে একটা উন্নততর মানুষে পরিণত করবে—যে সম্পদের অধিকারী না হওয়াটা নিতান্তই আফশোসের বিষয়। যিনি বলেন ব্যবহারিক উপযোগিতাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না, তিনি দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষাই বেছে নেবেন।"

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

"শিক্ষার পাঠক্রমগুলি এমন ভাবেই রচনা করা হচ্ছে যাতে করে সেই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি অবহেলার মনোভাব গড়ে ওঠে, যেগুলি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বের সাম্প্রতিক, আধুনিক এবং বহু বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত করাতে পারে এবং মানবিক মূল্যবোধগুলির বিকাশ ঘটাতে পারে। শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একথা বোঝা মোটেও কঠিন নয়, কি ভাবে বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষাক্রমগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্নিহিত শৃংখলা ও মর্মবস্তু থেকেই বিচ্ছিন্ন, পুরোপুরি যান্ত্রিক জ্ঞান গড়ে তুলছে।"

শিবদাস ঘোষ
(A Scientific approach to our Educational and Cultural problems)

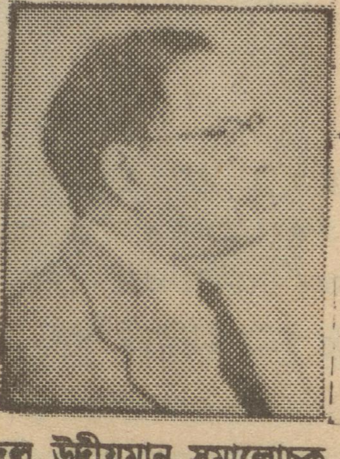

"এদেশে একদল উদীয়মান সমালোচক মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শুধুমাত্র শিল্পগত সমস্যার উপরেই অনুসন্ধান চালাবেন এবং কোন মৌলিক গবেষণায় তাঁদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

এই যুক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। শ্রমিকদের যদি বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান না থাকে তাহলে শিল্পগত কোন গবেষণাও চালানো সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলি এবং

সেই বিষয়ের সর্বাধুনিক আবিষ্কারগুলির সাথে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া। তাই তিনি যদি সাধারণ বিজ্ঞানকে অবহেলা করেন তাহলে তিনি তাঁর কর্ত্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হবেন।"

মেঘনাথ সাহা

(The Mission of the Physicists in National life: an address on January 6, 1937).

"বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ ধরনের প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা রয়েছে। ইহা বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান নয়। কিছু মানুষকে তাদের জীবন ধারণের জন্য বিশেষ কোন বৃত্তি সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হতে পারে না। সুদক্ষ আইনজীবী, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করা নয়, বরং সুযোগ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষ গড়ে তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।"

জন স্টুয়ার্ট মিল

"...প্রযুক্তি (education technology) আসলে যন্ত্রমাত্র—কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর যন্ত্র। সে বাঁধা ছকে কাজ করে যায় এবং ছাত্রদের কৌতূহল, কল্পনাশক্তি এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ততা ধ্বংস করে দেয়। যন্ত্র ছাত্রদের কোন প্রশ্নোত্তরের সুযোগ দেয় না এবং তাদের মস্তিষ্ক শুধু কিছু তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে। এর ফলে দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাপদ্ধতি এবং উপলব্ধির গভীরতা প্রভৃতি শিক্ষাগত গুণাবলী থেকে বঞ্চিত করবে—যেগুলি শুধুমাত্র শিক্ষকদের দীর্ঘসময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গের মধ্য দিয়েই লাভ করা সম্ভব।"

ফিলিপ এইচ কুম্বস্

দি ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ক্রাইসিস ঃ এ সিস্টেম অ্যানালিসিস

শিক্ষা প্রসঙ্গে

শিক্ষায় বৃত্তিমুখী orientation দিতে গিয়ে সরকার এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করতে চাইছেন, যেন গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে একটা চাকরি বা হাতের কাজ শিখে কিছু উপার্জন করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। যদিও চাকরির কোন আশা নেই এবং তার কোন ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছেনই না বরং নিজেকেই নিজের কাজ যোগাড় করে নেওয়ার কথা বলেছেন। এই অজুহাতে তাঁরা উচ্চশিক্ষা কমিয়ে দিতে চাইছেন এবং বলছেন দেশে যতটুকু কর্মসংস্থান আছে ততটুকুই শিক্ষা দেওয়া হোক। তাই রাজ্য সরকার বলেছেন—

"...কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন সব লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে, যাদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং ইচ্ছা কোনটাই নেই।...যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বন্ধ করা উচিৎ।"

(1985 সালের আগষ্ট মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রীর ভাষণ।)

অনুরূপভাবে U.G.C-র চেয়ারম্যান সি·ডি·দেশমুখ বলেছিলেন, "শিক্ষিত বেকারের চাপ কমানোর জন্য আমরা শিক্ষাকে সংকুচিত করতে চাই।"

শিক্ষা সম্পর্কে সরকারগুলির এই হ'ল দৃষ্টিভঙ্গী। মনীষীদের শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে শিক্ষার সংহার তাঁরা কেন করছেন সে প্রশ্নও বার বার মনে জাগে। শিক্ষা প্রসঙ্গে মনীষীরা বলেছেন —

"রাজপুত্র এবং অভিজাত ব্যক্তিদের ছাড়াও আমাদের চলতে পারে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমরা চলতে পারি না। কারণ দুনিয়াকে পরিচালনা করে শিক্ষা।"

মার্টিন লুথার

"শিক্ষা মানুষকে নীতিজ্ঞানসম্পন্ন করে। আর মানুষের প্রবৃত্তিমূলক স্তর থেকেই এই শিক্ষার কাজ শুরু। প্রবৃত্তিকে শিক্ষার আলোয় যুক্তিনিষ্ঠ করে বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা মানুষের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটায়।"

হেগেল

"শিক্ষা বলে তাকেই, যা শিক্ষার্থীকে কোনও একটা বিষয়ে দক্ষ করে তোলে না, বরং তা মন ও চিন্তা শক্তিকে এমনভাবে উন্মুক্ত ও বিন্যস্ত করে তোলে, যাতে সে যে কোন সময় যে কোন বিষয় সর্বোত্তম ভাবে শিখতে পারার মত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।"

লক

অনুরূপভাবে U.G.C-র চেয়ারম্যান সি·ডি·দেশমুখ বলেছিলেন, "শিক্ষিত বেকারের চাপ কমানোর জন্য আমরা শিক্ষাকে সংকুচিত করতে চাই।"

শিক্ষা সম্পর্কে সরকারগুলির এই হ'ল দৃষ্টিভঙ্গী। মনীষীদের শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে শিক্ষার সংহার তাঁরা কেন করছেন সে প্রশ্নও বার বার মনে জাগে। শিক্ষা প্রসঙ্গে মনীষীরা বলেছেন —

"রাজপুত্র এবং অভিজাত ব্যক্তিদের ছাড়াও আমাদের চলতে পারে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমরা চলতে পারি না। কারণ দুনিয়াকে পরিচালনা করে শিক্ষা।"

মার্টিন লুথার

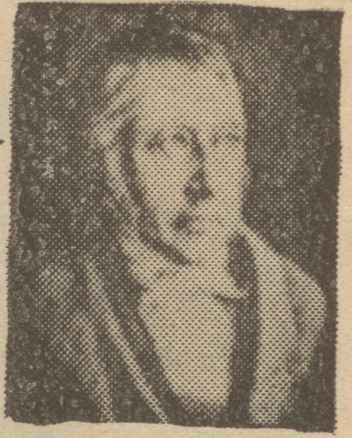

"শিক্ষা মানুষকে নীতিজ্ঞানসম্পন্ন করে। আর মানুষের প্রবৃত্তিমূলক স্তর থেকেই এই শিক্ষার কাজ শুরু। প্রবৃত্তিকে শিক্ষার আলোয় যুক্তিনিষ্ঠ করে বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা মানুষের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটায়।"

হেগেল

"শিক্ষা বলে তাকেই, যা শিক্ষার্থীকে কোনও একটা বিষয়ে দক্ষ করে তোলে না, বরং তা মন ও চিন্তা শক্তিকে এমনভাবে উন্মুক্ত ও বিন্যস্ত করে তোলে, যাতে সে যে কোন সময় যে কোন বিষয় সর্বোত্তম ভাবে শিখতে পারার মত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।"

লক

"অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, জনগণকে শিক্ষিত করে তোলাই আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার একমাত্র উপায়।"

বালগঙ্গাধর তিলক

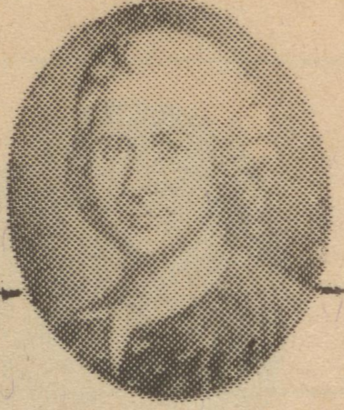

"আমাদের জন্মকালীন ত্রুটি, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, সে সবই পূরণ করে শিক্ষা।"

রুশো

"অশিক্ষিত মানুষ অপেক্ষা শিক্ষিত মানুষ ঠিক ততটাই উৎকর্ষের অধিকারী যতটা জড় অপেক্ষা জীব।"

এ্যারিষ্টটল

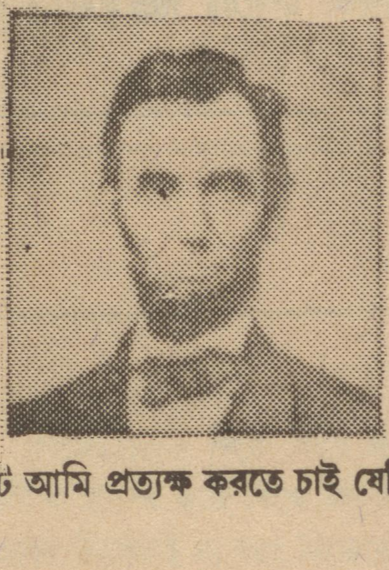

"সেই দিনটি আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই যেদিন শিক্ষা আজকে যতটুকু আছে তার থেকে অনেক বেশী সর্বজনীন হয়ে উঠবে।"

আব্রাহাম লিঙ্কন

ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজীর অবলুপ্তির এবং তারপর মাধ্যমিকের ইংরাজী সিলেবাসের মাধ্যমে যে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সমাধি রচনা করা হয়েছে—তা আজ অত্যন্ত স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত। আর সেজন্যই সমস্ত শিক্ষানুরাগী মানুষ আজ

আতকিংত। কারণ ভাষা কেবল একটা বিষয়মাত্রই নয়। একটি বিষয় হিসাবে পড়লেও ভাষার গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। এ'কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই দেশবিদেশের স্মরণীয় মনীষীদের কথায়—

"ভাষা শুধুমাত্র চিন্তার বাহন নয়, চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা একটা সর্বোত্তম এবং কার্যকরী হাতিয়ার।"

স্যার হামফ্রে ডেভি

"ভাব ও চিন্তা যেমন ভাষার জন্মদান করে, ভাষাও তেমনি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত, সুসম্বদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করে। ভাষা ভিন্ন ভাবা যায় না। একটুখানি অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনএকটা ভাষা মনে মনে আবৃত্তি করিয়াই চিন্তা করে—যেখানে ভাষা নাই, সেখানে চিন্তাও নাই।"

শরৎচন্দ্র

(মাতৃভাষা ও সাহিত্য

রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৫ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

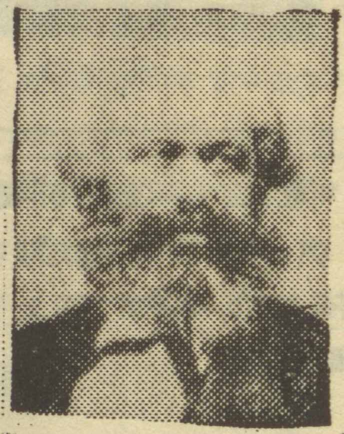

"চিন্তার প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ হল ভাষা।...ভাষা ছাড়া চিন্তার কথা একমাত্র ভাববাদীরাই বলে থাকেন।"

মার্কস

"ভাষা হল বাহন, এমন একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, চিন্তার আদান প্রদান করে, পরস্পরকে বোঝে।...সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন পূরণ করতে ভাষার সৃষ্টি হয় নি, সমগ্র সমাজ, সমাজের সকল শ্রেণীর প্রয়োজনেই ভাষার সৃষ্টি।"

স্ট্যালিন

('ভাষাবিজ্ঞানে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে')

"ভাষা হ'ল ইতিহাসের সংগ্রহশালা,----- ----- ভাষা হ'ল শিলীভূত কবিতা।"

এমারসন

(Essays Second Series, The Poet)

ভাষা-শিক্ষার উপর এই আক্রমণ সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখার উদ্দেশ্যেই রচিত

এখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন একটাই—ভাষা শিক্ষা যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে তার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে কেন ? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার—সরকার মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারেই ডুবিয়ে রাখতে চান। ভাষাশিক্ষাকে মেরে দিতে পারলে অতি সহজেই এ'কাজটি সম্পন্ন হবে। তাই বামফ্রন্টের প্রথম চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন—"চাষার ছেলের ইংরাজী শিখে কি হবে ?"

কিন্তু যুগে যুগে যাঁরা সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, দেশের আপামর জনসাধারণের মঙ্গল কামনা করেছেন, তাঁদের কণ্ঠে শুনতে পাই অন্য কথা—তাঁরা চাষী মজুরের, শোষিত মানুষের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবন যাত্রার জন্য যতকিছু সুযোগ সুবিধা সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে ; উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"প্রাইমারী শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানারকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন শিক্ষার সুযোগে আমাদের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে তবে সে একটা বিষম কাণ্ডের সৃষ্টি করা হইবে। অতএব চাষাদের শিক্ষাটা এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের ওপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়।---তাহাদের ভাষা শিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায় সেটাও দেখা দরকার।"

রবীন্দ্রনাথ

(পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২)

স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলি সর্বদাই একথা বোঝাতে চায় যে, জ্ঞানের প্রসার ঘটলে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কর্তৃত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ তাঁরা জানেন যে, মানুষ যদি একবার জ্ঞানের আলো পায় তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ব্যাপক মানুষের সঙ্ঘশক্তি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধিকারীর চাপিয়ে দেওয়া জুলুমের জোয়ালটিকে উৎখাত করতে পারবে এবং সকল জুলুমের নিগড় থেকে মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

রামমোহন

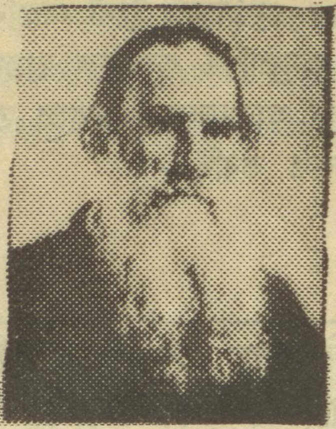

"জনগণের অজ্ঞতাই সরকারের শক্তির উৎস। সরকারও এটা জানে বলেই সে সর্বদাই যথার্থ শিক্ষা বিস্তারে বিরোধিতা করে। আজ এই সত্যটা বুঝতে হবে। সরকার অজ্ঞতার অন্ধকারও সৃষ্টি করবে আবার একই সাথে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট এমন ভাব দেখাবে—এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।"

টলস্টয়

(On Popular Education)

"মন্ত্রীমহোদয় শ্রমিকশ্রেণীকে মনে করেন বারুদের স্তূপ এবং জ্ঞান ও শিক্ষা তাদের কাছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সামিল। তিনি খুব ভালভাবেই বোঝেন যে ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যদি বারুদের স্তূপের উপর পড়ে তা হলে যে বিস্ফোরণটা ঘটবে তা সকলের আগে সরকারের বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হবে।"

লেনিন

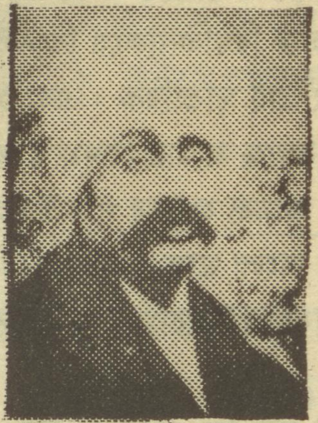

"শাসক শ্রেণীর চোখে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল কর্মদক্ষ এবং অনুগত ভৃত্য তৈরী করা। স্বাধীন চিন্তা সম্পন্ন এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ তৈরী করা নয়।"

লালা লাজপৎ রাই

Problem on National Education

বিগত ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মৃতির পাতা থেকে

তাই বামফ্রন্ট সরকার প্রথম যখন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তার কিছুদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রতিবাদে সোচ্চার হ'ন শিক্ষানুরাগী মানুষ। গণপ্রতিবাদ রূপ নেয় গণপ্রতিরোধের। দেশের বরেণ্য

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও সেই আন্দোলনে সামিল হ'ন—এসপ্ল্যানেড ইস্টে সারাদিনব্যাপী অবস্থানে অংশ গ্রহণ করেন। মিছিল করেন, আইন অমান্য করেন। তাঁদের বক্তব্য অনুপ্রাণিত করেছিল ছাত্রযুবকদের। মানুষ বুঝেছিলেন, ইংরাজীর গুরুত্ব। আরো বেশী সংখ্যায় তাঁরা সামিল হয়েছিলেন আন্দোলনে—উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছিল সারা পশ্চিমবাংলা। তাঁদের বক্তব্য থেকে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

"ইংরেজীকে আমাদের কাজের ও ব্যবহারের ভাষা রাখবার পক্ষে অঢেল যুক্তি আছে। সেগুলি হল এই ; (১) ইংরেজী পড়ে আমরা আধুনিক 'মানুষ' হয়েছি (সভ্য অসভ্য বলব না)।(২)ইংরেজী পড়ে আমরা (কেউ কেউ) পাশ্চাত্ত্য মানুষের সমকক্ষ হয়েছি এবং ইংরেজী পড়েই আমরা নেশন হবার পথে এসেছি, স্বাধীনতা কামনা করেছি। (৩) আমাদের পথ ধরে পরে অন্য প্রদেশের লোকও ইংরেজী পড়ে তাই হয়েছে। (৪) ইংরেজী না পড়লে আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় পাব না এবং তা না পেলে আমরা ক্রমশ আরও পিছিয়ে পড়ব। (৫) ইংরেজী অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষা, অর্থাৎ এই ভাষায় মানবচিন্তার সব বস্তু যেমন বিস্তারিতভাবে বিকীর্ণ হয়েছে এমন আর কোন ভাষায় নয়। (৬) ইংরেজী ভাষার সঙ্গে ইংরেজের কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই, যেমন নেই টেলিফোনের সঙ্গে গ্রাহামবেলের এবং রাইট ভাইদের সঙ্গে এরোপ্লেনের। ইংরেজী এখন জগতের ভাষা। অনেক দেশের, উন্নতি পরায়ণ ও উন্নত দেশ, আজ তাদের ইস্কুলে সকলকে ইংরেজী শেখাচ্ছে। এমন অবস্থায় ইংরেজের আমদানি বলে রেল মোটর এরোপ্লেন পরিত্যাগ করার মতো ইংরেজী পরিত্যাগও হাস্যকর নিরর্থকতা।(৭) একমাত্র ইংরেজী ভাষাই এখন পর্য্যন্ত সর্বভারতের একমাত্র বোধ্য ভাষা—কাজে ও ব্যবহারে। (৮) ইংরাজী অত্যন্ত অগ্রগামী ভাষা, পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রগামী আধুনিক ভাষা। এ ভাষার সংস্পর্শে এসে এবং এ ভাষার সাহচর্য্য পেয়ে আমাদের বাংলাভাষা এমন সমর্থ—এমন অগ্রগামী হয়েছে।"

ডঃ সুকুমার সেন

প্রবন্ধ ঃ "আমাদের কাজের ও ব্যবহারের ভাষা"

"প্রশ্নটা ইংরেজি ভাষা নিয়ে নয়। আসলে কথাটা হচ্ছে, আমরা সমৃদ্ধ শক্তিশালী বিদেশী কোন ভাষা, এমন ভাষা যার আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি সর্বত্র স্বীকৃত, তেমন কোন ভাষা শিখব কিনা, শিখলে কতটা শিখবো ! এ ভাষা হতে পারতো ফ্রেঞ্চ বা রুশী বা স্প্যানিশ বা জার্মান। কিন্তু তা হয়নি ; হয়নি একটা বিরাট ঐতিহাসিক কারণে এবং সে ইতিহাসকে আপাততঃ মুছে ফেলে দেবার কোন উপায় নেই। ইংরাজিভাষাটা এসেছে ইতিহাসের স্রোতে। গত প্রায় দেড়শ বছর ধরে দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি ভাষার চর্চা করছেন,...সুতরাং স্কুলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী একটা ভাষা যদি শিখতেই হয় তাহলে ইংরেজিই সেই ভাষা যা আমাদের শেখা উচিত, এবং তাই স্বাভাবিক। এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিদেশী একটি ভাষা শেখা এবং ভাল করেই শেখা যে উচিৎ এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।...

আমাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি হচ্ছে সেই বিদেশী ভাষার সদর দরজা যার মাধ্যমে আমরা অগ্রসর পৃথিবীর সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছি গত দুশ বছর ধরে। আর যে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্ব সেইভাষা ও সাহিত্যের যে সমৃদ্ধ রূপ আমাদের গোচর তা কি সম্ভব হতো আধুনিক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সদর দরজা যদি আমাদের সামনে উন্মুক্ত না থাকতো ?...

সুতরাং, ইংরেজি না শেখার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না এবং শিখতেই যদি হয় প্রাথমিক স্তর থেকেই শেখা ভাল।"

ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

(নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, জামশেদপুর ২৮-৩০ ডিসেম্বর, '৮০)

"কেউ কেউ বলছেন, চাষী-মজুরের ছেলেদের ইংরাজী শেখার দরকার নেই। আমার কথা, ইংরাজীর যদি প্রয়োজন থাকে তো চাষী-মজুরের ছেলেরও আছে, তাদের আমরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবো কেন ? এটা তো অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে।...ভাষা শেখাটা একেবারে অল্প বয়সে যত সহজ, অন্য বয়সে তেমন নয়। শিশুরা শুনে শুনে অনেকটা শিখে ফেলে। বড় হলে এই সব শেখা ততটা সহজে থাকে না। সুতরাং ইংরাজীটা যদি আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়, সে ভাষা শেখবার যদি কোন গুরুত্ব থাকে, তবে সেটা একেবারে ছোট থেকেই শেখা ভাল।

আমাদের মাতৃভাষাগুলি বিকশিত হয়ে যেদিন ইংরাজীর স্থান নিতে পারবে সেদিন অন্য কথা। কিন্তু সেটা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ইংরাজীকে আমাদের ছাড়লে চলবে না। সে ভাষা শিক্ষার সুযোগ সবাই সমান ভাবে পাক সেটাই আমরা চাই। আর শিখতে হলে ছোট বয়স থেকেই—এটাই আমাদের মূল কথা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিগত ঐতিহাসিক আন্দোলনে প্রকাশিত 'প্রতিবাদের ভাষা'—পৃঃ ৯১

একথা সকলেই জানেন যে বহুভাষাভাষী দেশ ভারতবর্ষে অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা আজও এমন ভাবে গড়ে ওঠে নি যে সেই ভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের মাটিতে উচ্চশিক্ষার কাজটা সম্ভব হতে পারে। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষাক্রমে স্নাতক (অনার্স সহ) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কিংবা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং, আইন প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাই-ই হোক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই ইংরাজী বাদ দিয়ে আজ শিক্ষাগ্রহণ বাস্তবে সম্ভব নয়। যে ছেলেমেয়েরা কেবল মাত্র মাতৃভাষাই শিখে এসেছে, উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য আজো অত্যাবশ্যক ইংরাজী যারা তেমন করে শেখে নি, তাদের যদি উচ্চ শিক্ষার সুযোগও দেওয়া হয়, ইংরাজী না জানার জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ করতে গিয়ে তারা প্রতিমুহূর্তেই বাধা অনুভব করবে এবং এই 'অযোগ্যতা' হেতু উচ্চশিক্ষার দরজা থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ব্যর্থতার গ্লানিকে স্মরণ করে অধোবদন হবে কিন্তু কাউকে নালিশ জানাতে এগিয়ে আসবে না। মনস্তত্ত্বের এই অতি সূক্ষ্ম দিকটা বামফ্রন্ট সরকার সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছেন। সাবাস বামফ্রন্ট, সাবাস! কি অদ্ভুত পরিকল্পনা! আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলতে হবে না অথচ কেবলমাত্র পরিকল্পনার কারসাজিতেই লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে অনায়াসেই উচ্চশিক্ষার দরজা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কায়েমী শ্রেণীর স্বার্থে আমাদের দেশের তথাকথিত কর্ণধাররা নানা কমিশন বসিয়েও যা সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হন নি, বামফ্রন্ট সরকার তা ভাষানীতির বোড়ের চালেই মাৎ করতে যাচ্ছেন।

শৈলেশ দে

বিগত ঐতিহাসিক আন্দোলনে প্রকাশিত 'প্রতিবাদের ভাষা'—পৃঃ ৫৮

"মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত গুজরাট সরকারের এ বক্তব্য বোঝা সহজ এবং সমর্থনযোগ্য। কিন্তু আক্রোশবশতঃ পাঠক্রমের অন্যতম অংশ ইংরাজী শিক্ষা বাতিল করার ফলে যে পরিস্থিতি হ'ল তা বিশেষ করে ছাত্রসমাজের এবং সাধারণভাবে ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূল···ইংরাজীর মতো একটি পূর্ণ বিকশিত ও উত্তরোত্তর বিকাশশীল ভাষাশিক্ষার পথ বন্ধ করে দিলে আমাদের উত্তর পুরুষদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। এই মারাত্মক প্রতিযোগিতার যুগে হয়তো তারা আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাবে না। রাজনৈতিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের বরবাদ করে দেবার কোন অধিকার আমাদের নেই"

শিবকুমার যোশী

বিগত ঐতিহাসিক আন্দোলনে প্রকাশিত 'প্রতিবাদের ভাষা'—পৃঃ ৭৮-৭৯

স্কুল-কলেজের শিক্ষাগ্রহণের সাথে সাথে ছাত্রদেরই নিতে হবে—এই ঐতিহাসিক ভাষাশিক্ষা আন্দোলনের দায়িত্ব

সেই গণ প্রতিরোধের সামনে নতি-স্বীকার করে এক পা পিছু হঠলেন বামফ্রন্ট সরকার। তাঁরা ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, ইংরাজী পড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু তাঁদের নীতিতে তাঁরা অটল রইলেন। আলোচনায় তাঁরা আসেন নি, জনমতের মূল্য তাঁরা দেননি, জনস্বার্থবিরোধী এই নীতি পরিত্যাগ করেননি। তার উপর মাধ্যমিকের যে সিলেবাসটি তাঁরা চালু করলেন বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই তা বিভীষিকার রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। তাই আজ আবার নতুন পর্য্যায়ে, নতুন শক্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা একটি বাস্তব প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে। আজকের দাবী—'মাধ্যমিকের অকার্য্যকরী ইংরাজী সিলেবাস বাতিল করতে হবে; প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।'

স্কুল-কলেজের পড়া আমাদের আছে। কিন্তু আমরা আজ শিক্ষার সর্বনাশকে তথা সভ্যতার সর্বনাশকে কি শুধু চোখ বুজে প্রত্যক্ষ করতে পারি? এতদিন ধরে মানবসভ্যতা যা সৃষ্টি করেছে তার ধ্বংস কি হতে আমরা দিতে পারি বিনা প্রতিবাদে? তাহলে মনুষ্যত্বের দাবী আমরা করব কি ভাবে? স্মরণীয় মনীষীরা কি চেয়েছেন আমাদের কাছে?

"লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষা লাভ করে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা ঐ দরিদ্রদের কথা একটিবার চিন্তা করার অবসর পায় না—তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি মানুষ অজ্ঞানে ডুবে থাকবে, ততদিন তাদের পয়সায় নিশ্চিন্ত অথচ তাদের দিকে ফিরে তাকায় না—এমন প্রত্যেকটি লোককে আমি দেশদ্রোহী মনে করি।"

বিবেকানন্দ

"দিনে শতবার আমি নিজেকে এ কথাই স্মরণ করাই যে, আমার গোটা জীবনটাই নির্ভর করে আছে অপরের পরিশ্রমের উপর—তাদের কেউ জীবিত, কেউ বা মৃত এবং তাদের কাছ থেকে যা আমি পেয়েছি ও আজও পাচ্ছি ঠিক সমানভাবেই তার প্রতিদান আমাকে অবশ্যই দিতে হবে।...

আমরা যে খাদ্যগ্রহণ করি তা অপরে তৈরী করে, যে বস্ত্র পরিধান করি তাও অপরের প্রস্তুত, যে গৃহে বাস করি অপরেই তা নির্মাণ করে। অপরের দ্বারা জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রায় সমস্ত অংশের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে ভাষার মধ্য দিয়ে—যে ভাষা অপরেই সৃষ্টি করেছে।"

আইনস্টাইন

(The World as I see it)

তাই আমরা ছাড়া কে নেবে এই মহান দায়িত্ব? সমস্ত বাধাবিপত্তিকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দুর্জয় সাহস রয়েছে কার? ছাত্রদের নয় কি? বিগত ঐতিহাসিক ভাষাআন্দোলন বা তারও আগে বহু যুগান্তকারী আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করেছে—ছাত্রযুবরাই সেই অমোঘ শক্তি, যারা দেশে দেশে মুক্তির সৌধ রচনা করে। তাই তো একদিন দেশনায়করা ছাত্রযুবশক্তির জয়গান গেয়ে বলেছিলেন—

"জীবন বিসর্জন দিয়ে তোমরা মানবদেহের শৃঙ্খলের সাহায্যে এমন একটি সেতুবন্ধন করো, যার উপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক জীবনসমুদ্র পার হয়ে যাবে।"

বিবেকানন্দ

"বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না, তোমাদের মত কিশোর বয়স্কদেরও না। এগ্জামিনে পাশ করা দরকার,—এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্য-চিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক করে রাখলে যে ভাঙ্গার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।...... ভেব না যে, আজ অবহেলায় যে দিকে দৃষ্টি দিলে না, আর একদিন বড় হয়ে তোমার ইচ্ছা মতই দেখতে পাবে। হয়তো পাবে না, হয়তো সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুর্লভ বস্তু চিরদিনই চোখের অন্তরালে রয়ে যাবে। যে শিক্ষা পরম শ্রেয়ঃ, তাকে এই কিশোর বয়সেই শিরার রক্তের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত করে গ্রহণ করতে হয়, তবেই যথার্থ করে পাওয়া যায়।"

শরৎচন্দ্র

"বুড়োরা, হিসেবীরা, সনাতনপন্থীরা কোনদিন সমাজে তুফান তুলতে পারেনি, সমাজের পরিবর্তন আনতে পারেনি, সামাজিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত সমাধান করার জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি, বা আন্দোলন পরিচালনা করেনি। যারা সমাজকে পাল্টেছে, যারা সভ্যতাকে গড়ার জন্য বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, তারা সব দেশেই যুব সম্প্রদায়। আর, এই যুব-সম্প্রদায় শুধু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় নয়, শোষিত শ্রেণীর যুব সমাজ।"

শিবদাস ঘোষ

('যুব সমাজের প্রতি')

"আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা—সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

"মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আদর্শের জন্য শুরুতেই যাঁরা জীবন দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা কোনদিনই সংখ্যায় বেশী থাকেন না। তাঁরা সবসময়েই মুষ্টিমেয়। তাঁরা প্রাণবন্ত ছাত্র-যুবক। প্রতিটি দেশে সমাজ-বিকাশের প্রতিটি স্তরে এই ছাত্র-যুবকরাই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে জনগণের কাছে যান, হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, সংগঠিত করেন, জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে সাহায্য করেন। এরপরই সময় আসে গণঅভ্যুত্থানের, আর তাকেই আমরা বলি বিপ্লব। তার আগে আপনাদের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে—যা কঠোর, কঠিন কষ্টকর কিন্তু আনন্দময়। আমি বলি, এটাই সবচেয়ে আনন্দের এবং মর্যাদার পথ।...... এই পথকে অত্যন্ত বেদনাময় মনে হতে পারে, কখনও কখনও তা খুবই কষ্টসাধ্যও হতে পারে—তবুও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মর্যাদাময় জীবনযাপনের এটাই একমাত্র পথ। এই সংগ্রামে আপনাদের মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে—কিন্তু আপনারা মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করেই মৃত্যুকে বরণ করবেন। অবমাননা এবং গ্লানি নিয়ে কুকুর-বেড়ালের মত রাস্তায় পচে মরবেন না। মনে রাখবেন, মানুষমাত্রই মরণশীল। তাই মরতে যখন হবেই তখন নিজেকে করুণার পাত্র করে, অবমানিত করে, ভিক্ষুকের মত মরবেন না। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন মর্যাদার সাথেই মৃত্যুকে বরণ করুন। আর মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবার বা মৃত্যুকে বরণ করবার একটাই মাত্র নিশ্চিত পথ রয়েছে। তাহল, সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের যে বিপ্লবী সংগ্রাম তাতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা।"

শিবদাস ঘোষ

ছাত্র ও যুব সমাজের কর্তব্য পৃঃ ১৮

"জরাগ্রস্ত পুরাতন পৃথিবী চেয়ে থাকে যুগে যুগে তোমাদেরই এই কিশোরদের—এই তরুণদের মুখের পানে।...কত কাজ তোমাদের—ধরণীর দশদিক ভরে কত ধূলি, কত আবর্জনা, কত পাপ, কত বেদনা—তোমরা ছাড়া কে তার প্রতিকার করবে?—কে তার এলাজ করবে। তোমাদের আত্মদানে, তোমাদের আত্মর বিনিময়ে হবে তার মুক্তি। শত বিধিনিষেধের অনাচারের জিঞ্জীরে বন্দিনী এই পৃথিবী আজাদীর আশায় ফরিয়াদ করছে তোমাদের প্রাণের দরবারে, তার এ আর্জি কি বিফল হবে?"

নজরুল ইসলাম

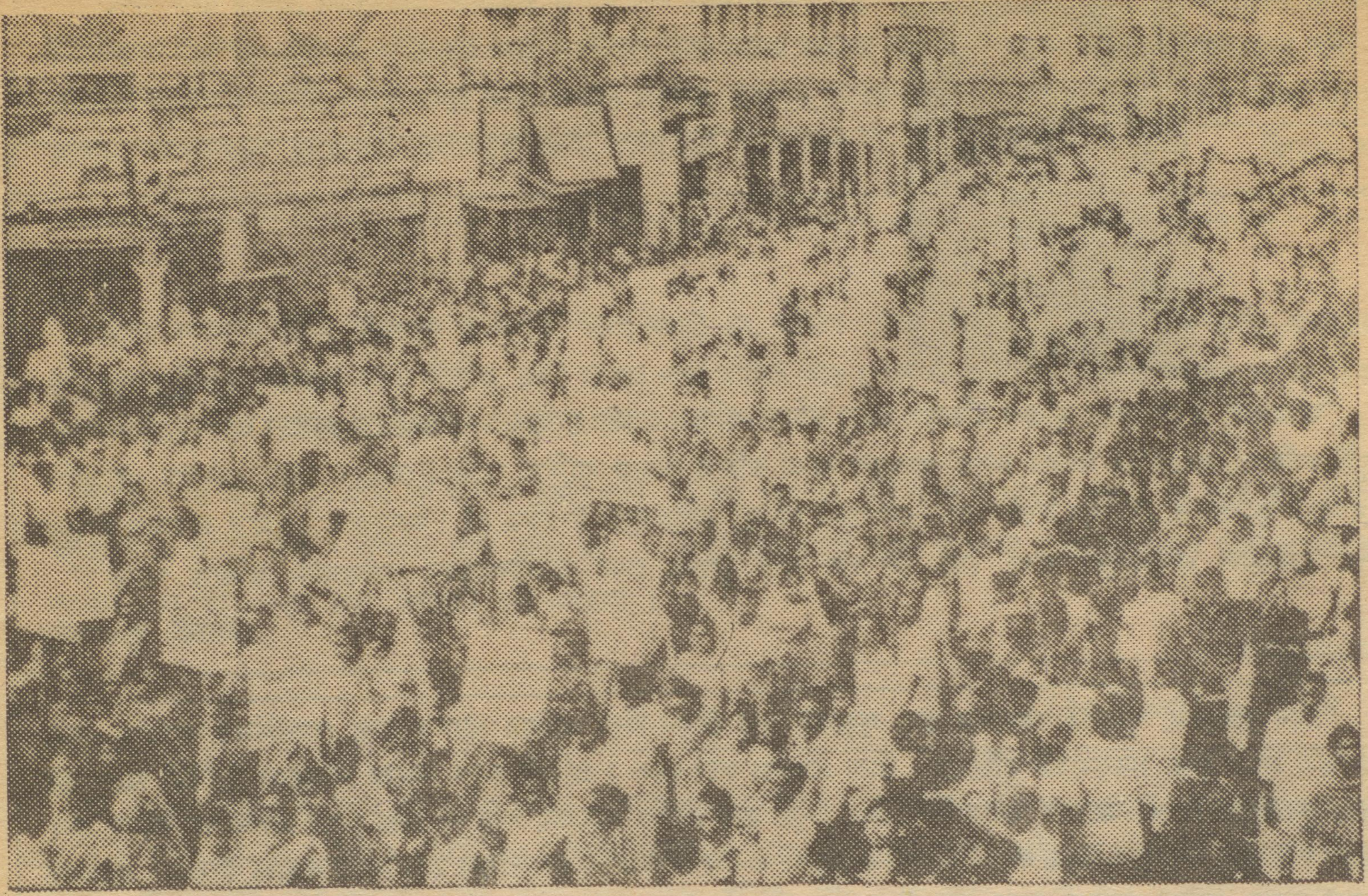

প্রতিবাদ প্রতিরোধের উত্তাল তরঙ্গ :
জনবিরোধী ভাষা ও শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ঐতিহাসিক গণমিছিল

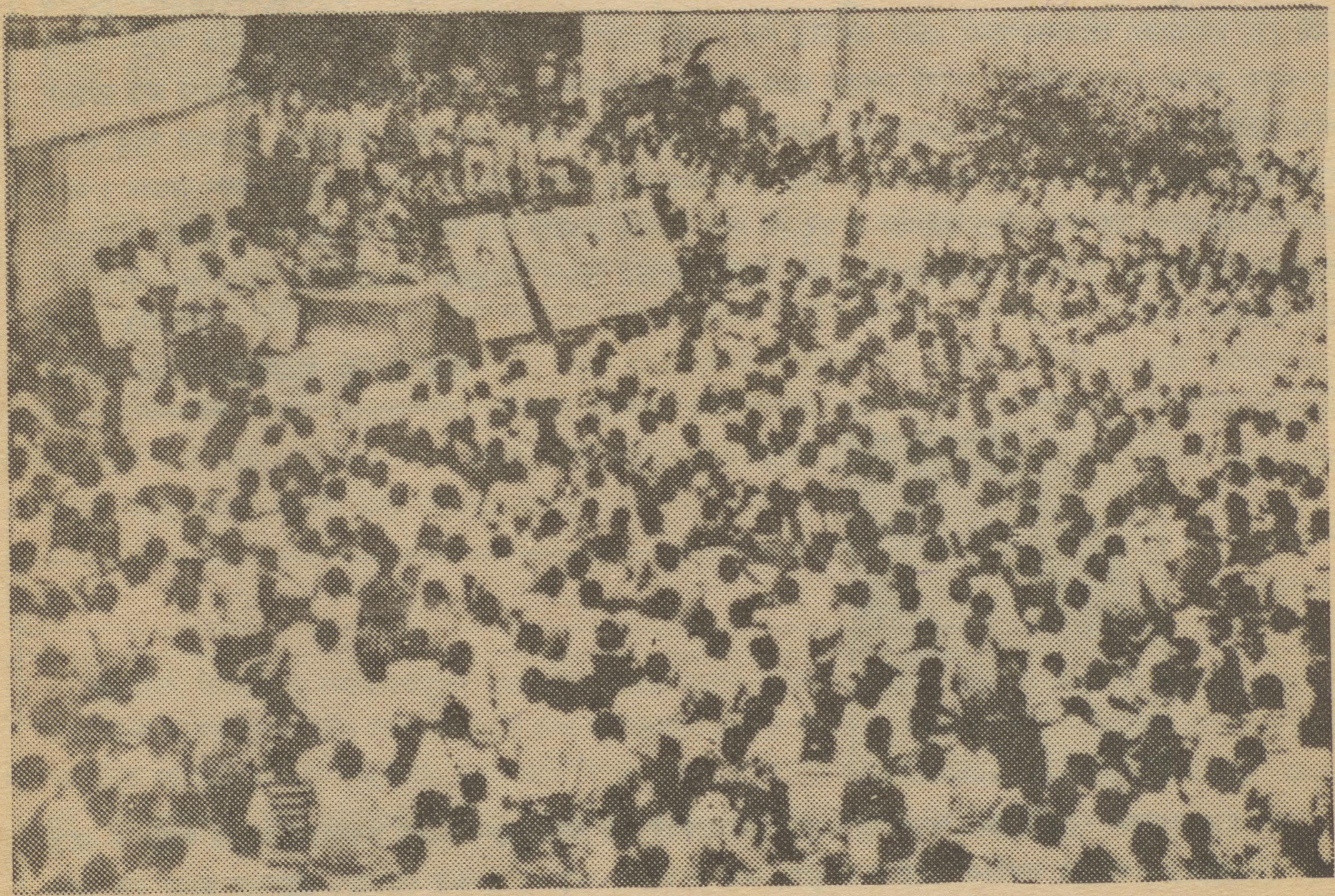

প্রতিবাদে মুখর ছাত্রসমাজ :
সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে বিশাল ছাত্র সমাবেশ

সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পক্ষে চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য কর্তৃক, ৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত
ফটোকম্পোজ এবং মুদ্রিত : ইন্‌টেক্‌ প্রিন্ট সিস্টেমস, পি-১০২, ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এ্যাভেন্যু, কলি-৫৫

"হতে পারে এটা নিঃশব্দ এবং রক্তপাতহীন বিপ্লব, কিন্তু নিঃসন্দেহে যে কোন যুগের বা দেশের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবগুলির অন্যতম। যদি আজ ভারত নতুন জীবনী শক্তিতে ভরপুর হয়ে থাকে, যদি নতুন চিন্তার আলোক আমাদের দৃষ্টির দিগন্তে প্রসারিত হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার সোনার ছোঁয়ায়।"

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
(১৯০২ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে)

"ইংরেজি ভাষা বাঘের দুধের সমতুল্য...আর যুব সমাজকে যদি এই দুধ পান করানো যায় তবে স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হবে।"

লোকমান্য তিলক

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল

সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে ঔপনিবেশিক মনোভাব প্রকাশ তো পায়ই না, বরং ইতিহাস এ'কথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশে নবজাগরণের উন্মেষের ক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। একে কোনমতেই কোন দিক থেকেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তৎকালীন মনীষীদের বক্তব্য থেকেই তা প্রতিভাত হয়—

"ঊনবিংশ শতকে ভারতে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার পশ্চাতে সবচেয়ে বড়ো যে কারণটি সেটিকে যদি আমাদের স্থির করতে হয় তবে অসংকোচে আমরা বলতে পারি—সে হল ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন"

রমেশচন্দ্র মজুমদার
("British Paramouncy and Indian Renascence")

"যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো, তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলাম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃংখল মোচনের ঘোষণা ; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্য পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে (এই) মনোভাবটা নূতন। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের

রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যেকোন চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে এবং যে সকল দাবি আমরা কোনদিন মোগল সম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে **"A man is a man for a that."**

রবীন্দ্রনাথ

(কালান্তর, রচনাবলী, ২৪ খণ্ড বিশ্বভারতী পৃঃ ২৪৭)

"এই ভারতীয় রেনেশাঁ শুরুর দিকে ছিল মূলতঃ বৌদ্ধিক জাগরণ এবং তা আমাদের শিক্ষা, চিন্তা, সাহিত্য, শিল্প—সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে এই রেনেশা সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি নৈতিক প্রবাহে পরিণত হয়। ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত আধুনিক দর্শনের বইপত্র পড়ার মধ্য দিয়ে—অর্থাৎ কেরানী ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের অনুবাদকের কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ইংরাজী জ্ঞানের থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক ইংরাজী জ্ঞান, যা কলেজীয় বা উচ্চশিক্ষা হিসাবে পরিচিত, তার দ্বারাই এটা শুরু হয়েছিল।"

স্যার যদুনাথ সরকার

(Fall of the Mughal Empire. vol. IV. P. 348)

"পাশ্চাত্য শিক্ষা সবচেয়ে মহৎ যে কাজটি করেছে তা হচ্ছে পুরানো চিন্তার দাসত্ব থেকে মনকে মুক্ত করা। ইংরেজীর বিস্তার জনগণের স্বার্থেই সবচেয়ে বেশী কার্যাকর হয়েছে।"

—মহাত্মা গোখলে

"আমরা মনেপ্রাণে অনুভব করি যে, যে নতুন প্রাণ স্পন্দন আমাদের এক নতুন জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত করেছে, তা প্রধানতঃ আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ইংরেজী চিন্তার সংস্পর্শে আসারই ফলশ্রুতি।"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

"বস্তুত নবযুগ প্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য সম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও বিদেশী থাকে না।...ইংরাজী শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এ জন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করছে।"

রবীন্দ্রনাথ

(রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৭১৬-১৮ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

ইংরেজরা ইংরাজী শিক্ষা দিতে চায়নি
চেয়েছিলেন আমাদের দেশের স্মরণীয় মনীষীরা

তাই ইংরেজ শাসকরা চায়নি—এদেশের মানুষ ইংরাজী শিখুক। ফলে ইংরাজীশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া তো দূরের কথা, অনেকক্ষেত্রেই তারা ঐরকম উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে। আর এদেশের বরেণ্য মনীষীরা চেয়েছিলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হোক। তার জন্য তাঁরা আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। মূলতঃ তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা ব্যাপ্তি লাভ করেছে। ইংরাজী তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বামফ্রন্টের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা ইংরেজ শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন —দেশবরেণ্য মনীষীদের নয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরের শিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী

"ডিরেক্টরগণের (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর) মধ্যে একজন এরূপ উক্তিও করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে দিয়া যে নির্বুদ্ধিতা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই আমেরিকা সদ্য (ইংলণ্ডের) হস্তচ্যুত হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষে পুনর্বার সেই নির্বুদ্ধিতা করিয়া তাহাদের কোন লাভ হইবে না। শিক্ষাসূত্রে এদেশীয়গণের প্রয়োজন যদি কিছু থাকেই সেক্ষেত্রে তাহাদিগকে ইংলণ্ডেই যাইতে হইবে।"

লর্ডস কমিটির নিকট মার্শম্যানের সাক্ষ্যকমিটির
দ্বিতীয় রিপোর্ট, ১৮৫৩

"মেকলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করেন নি। রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের প্রেরণাদায়ক নেতৃত্বে ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছিল, তার সহায়তা নিয়ে তিনি ইংরাজী শিক্ষাকে এক সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিলেন। এমনকি তিনি যদি চেষ্টাও করতেন, তাহলেও তিনি ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনকে বাধা দিতে পারতেন না। প্রভাতসূর্যের উদয় ঘটেছিল এবং সরকার জানালা খুলতে অস্বীকার করলেও তার আলোকে ঢেকে রাখা সম্ভব হত না।"

কে· এস· ভকিল এবং এস নটরাজন
(এডুকেশন ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১১৫-১১৬)

"আমরা যদি ভারতের জনসাধারণের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত না করতাম, তারা নিজেদের প্রয়োজনে দ্বার খুলে দিতে বাধ্য করত। সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়াচ্ছন্ন প্রাচীন কুঞ্জবনের মাধুর্য উপভোগ করে তারা চিরকালের জন্য নিজেদের সন্তুষ্ট রাখতে পারত না। অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে যে প্রাচীর তারা গড়ে তুলেছিল, পাশ্চাত্য জগতই তা ভেঙে দিয়েছিল এবং তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা নতুন আলো ও সঠিক পথনির্দেশের জন্যই পশ্চিমের পানে তাকিয়েছিল। যে হাতিয়ারের সাহায্যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল তা আমরা কেড়ে নিতে পারতাম, কিন্তু এছাড়া আমাদের আর কিছু করার ছিল না। তিনশত মিলিয়ন মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ রাখা যায় না।"

লোভাট ফ্রেসার
(ইণ্ডিয়া আণ্ডার কার্জন এণ্ড আফ্‌টার, পৃঃ ১৮৮)

"সাধারণভাবে এমন কি শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বৃটিশ সরকার এক কেরাণীকুল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। এর থেকে ভ্রান্ত ধারণা আর হয় না। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন এদেশে হয়েছিল বৃটিশ সরকার কর্তৃক নয়, তাদের ব্যতিরেকেই। নিঃসন্দেহে প্রথমে বৃটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে ছিল, পরে তারা একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয়।----- জনসেবায় উদ্বুদ্ধ বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালীর উৎসাহ-উদ্যোগে এবং মিশনারি ও কিছু ইংরাজের সহায়তায় বাংলা দেশে ইংরাজী শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল।"

রমেশচন্দ্র মজুমদার
((Renascent India, পৃঃ ৩১-৩২)

"১৮৩৫ সালের পূর্বে কলকাতার হিন্দু কলেজ ব্যতিরেকে সরকার সমর্থিত সমস্ত বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতিতে ছিল প্রাচীন। শিক্ষার বাহন ছিল পুরানো। শিক্ষাদানের বাহন ও পদ্ধতি ছিল প্রাচীন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরানো সংস্কার এবং পুরানো ধ্যান-ধারণার প্রচার করা"—এটা হল ১৮৩৫ সালের পূর্বে সরকারী শিক্ষানীতির পরিণতি।

জে কার (১৮৫২ সালে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ)

[ফার্স্ট ফ্রুটস অফ ইংলিশ এডুকেশন, পৃঃ ৬]

"যখন দেশের সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গভর্নর জেনেরাল ও তাহার পারিষদবর্গ কেবল সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ এবং নদীয়া ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন।"

শিবনাথ শাস্ত্রী

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃঃ ৬২)

"সাহিত্যিক, বৈজ্ঞা[illegible] টেকনিক্যাল প্রভৃতি সর্বপ্রকার শিক্ষা সাধারণতঃ বাংলা ভাষার মাধ্যমে দিতে হইবে—তবে ইংরাজী অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

[১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব। উল্লেখ্য, এই প্রস্তাবের উদ্‌গাতা ছিলেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মতিলাল ঘোষ, গুরুদাস ব্যানার্জী, নীলরতন সরকার, সতীশচন্দ্র মুখার্জী, রাসবিহারী ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, তারকনাথ পালিত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, আবদুল রসুল এবং লালমোহন ঘোষ]

রমেশচন্দ্র মজুমদার

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৬

ইংরাজী ভাষা মাতৃভাষার বিকাশের অন্তরায় নয়

তাই বামফ্রন্টের এ'সমস্ত যুক্তি এ'রাজ্যের মানুষ মেনে নেননি। তখন তাঁরা যুক্তি তুললেন—ইংরাজী ভাষা মাতৃভাষার বিকাশের অন্তরায়। তাই মাতৃভাষার বিকাশের স্বার্থেই তাঁরা ইংরাজী তুলে দিচ্ছেন।

কিন্তু যাঁরা মাতৃভাষাকে তার শৈশব অবস্থা থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন, যাঁরা সত্যিই মাতৃভাষার বিকাশ সাধন করেছেন তাঁদের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এ'সত্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

"বাংলা দেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা। যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞান বিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরাজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারে।"

বিদ্যাসাগর

(রচনাসংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃঃ—৪৪৯-৪৫০)

"ইংরাজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্যের ভাবধারাগুলিই যে প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে—এ'কথা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন। 'ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলেই জনসাধারণের দৃষ্টি দেশীয় ভাষাগুলির থেকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে এই ভাষাগুলি গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং এর বিপরীত ধারণাটাই সত্য বলে মনে হয়......।"

রমেশচন্দ্র মজুমদার

Renascent India. P. 181

"ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় সর্ব্বত্রই বিজাতীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হইয়াছে। ইংরেজী ভাষা লাটিন, গ্রীক, ফরাসী হইতে দুই হাতে ঋণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধন করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাতে আরবী, ফারসী ও ইংরেজী শব্দ অজস্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল বিদেশীয় শব্দ এখন নিতান্ত আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই ; ত্যাগ করিলে ভাষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র। যখন যে জাতির সহিত ঐতিহাসিক কারণে কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই সেই জাতির ভাষার নিকট ঋণ গ্রহণ না করিলে চলে না। বাংলা ভাষার কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, ফরাসী পোর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষার নিকটেও প্রচুর ঋণগ্রহণ আবিষ্কৃত হইবে। প্রচলিত ভাষার পুষ্টির জন্য এইরূপ ঋণগ্রহণ আবশ্যক ; বৈজ্ঞানিক ভাষার পুষ্টির জন্য উহা অবশ্যম্ভাবী। এই ঋণ গ্রহণে কাতর হইলে চলিবে না ; এখানে অযথা আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে গেলে নিজেরই ক্ষতি।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(শব্দকথা : বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪০)

"ইংরাজী শিক্ষা পরিত্যাগ করে,তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে, আমরা, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলা হয় 'কূপমণ্ডুক' বা 'কুয়োর ব্যাঙ', এতেই পরিণত হব এবং নিজের সংকীর্ণ জগত সম্পর্কে অতিমাত্রায় চিন্তা-ভাবনা করব এবং ভারতবর্ষের বাকী অংশ ও সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।......এই বিশ্বের সংস্কৃতিবান যে কোন মানুষ, যিনি নিজেকে বিশ্বপ্রেমিক রূপে পরিচিত করতে চান, তাকে সর্বপ্রথমে ইংরাজী জানতে হবে ও তারপরে অন্য ভাষা জানলেও চলবে। দুটি ভাষাকে নিজের ভাষা হিসাবে আয়ত্ত করা খুবই সহজ এবং বর্তমানে এটা বিশেষ প্রয়োজনীয়ও বটে'। দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে এটাই আদর্শ হওয়া উচিত।"

সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী

(দি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশন, পৃঃ-৮)

"......সেদিন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরাজি পড়া বন্ধ কর ; সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেওয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা যুক্তি বলে মনে করছি—আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি।"

রবীন্দ্রনাথ

(বিদেশ থেকে জগদানন্দ রায়কে ৮ই মার্চ ১৯২১ সালের লেখা চিঠি)

"...ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেই সঙ্গে গ্রীক ও লাটিন আয়ত্ত করে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃত রসভোগে।...

...তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথম পদচারণার ভীরু

সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসী বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিলটন-হোমার প্রতিভার অতিথি সৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

...যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে বঙ্কিমচন্দ্র।... বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়।...

...যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল।...নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান করে তুলেছেন নিজেরই ভাষা প্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে-পোড়োদের উপদেশের বাহন।..."

রবীন্দ্রনাথ

(ছাত্র সম্ভাষণ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৭১৭-৭১৮ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

"বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরাজী সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধিরসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল যেন এক উত্তাল ভাব সমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গ সাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরাজী সাহিত্য দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাবরাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল ; বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল।... বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ও মাইকেল বাঙ্গালা পদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক। যাঁহারা এই মনীষীদ্বয়ের রচনায় ইংরাজী ভাবের প্রভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হ'ন, তাঁহারা একটু অত্যধিক মাত্রায় 'স্বদেশী'।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,

('ভারতবর্ষের সূচনা', রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১, হরফ প্রকাশনী)

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষার বাহন, রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৬৪৩, জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

"শেক্সপীয়রের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ইতালীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন। ড্রাইডেনের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ফরাসী সাহিত্যের রত্নরাজিতে দেশীয় সাহিত্য অলংকৃত করিয়াছেন। প্রাচীনকালে রোমীয় কবি ভর্জিল গ্রীক সাহিত্যের সম্পত্তি দ্বারা নিজ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গবাসীগণ ইংরাজী সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্নলাভ করিতেছেন—একটু উদ্যম, উৎসাহ, স্বদেশপ্রিয়তা লাভ করিতেছেন। এই সৎ গুণগুলি আরেকটু অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।"

বঙ্কিমচন্দ্র

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য, পৃঃ ৩৩

"....এমন অনেক সৎ উৎসাহী ব্যক্তি আছেন যাঁদের কাছে ইংরাজী ভাষা তিক্ত, বিস্বাদ ফলের মতই অপ্রয়োজনীয়। এর কারণ হল ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ও বৃটিশ রাজত্বের ঘৃণ্য অপশাসনের ফলে উদ্ভূত হীনমন্যতাসুলভ মানসিক জটিলতার প্রভাব। বর্তমানে যাঁরা ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব ও ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তাঁরা জানেন না যে পরবর্তী প্রজন্মকে কি অমূল্য সম্পদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন।"

সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী

(দি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশন, পৃঃ-৯-১১)

সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসী বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিলটন-হোমার প্রতিভার অতিথি সৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

...যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে বঙ্কিমচন্দ্র।... বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়।...

...যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল।...নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান করে তুলেছেন নিজেরই ভাষা প্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে-পোড়োদের উপদেশের বাহন।...”

রবীন্দ্রনাথ

(ছাত্র সম্ভাষণ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৭১৭-৭১৮ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

“বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরাজী সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের ‘সঞ্জীবনৌষধিরসে’ সঞ্জীবিত হইয়াছিল যেন এক উত্তাল ভাব সমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গ সাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরাজী সাহিত্য দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাবরাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল ; বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল।... বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ও মাইকেল বাঙ্গালা পদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক। যাঁহারা এই মনীষীদ্বয়ের রচনায় ইংরাজী ভাবের প্রভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হ'ন, তাঁহারা একটু অত্যধিক মাত্রায় ‘স্বদেশী’।”

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,

(‘ভারতবর্ষের সূচনা’, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১, হরফ প্রকাশনী)

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষার বাহন, রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৬৪৩, জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

“শেক্সপীয়রের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ইতালীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন। ড্রাইডেনের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ফরাসী সাহিত্যের রত্নরাজিতে দেশীয় সাহিত্য অলংকৃত করিয়াছেন। প্রাচীনকালে রোমীয় কবি ভর্জিল গ্রীক সাহিত্যের সম্পত্তি দ্বারা নিজ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গবাসীগণ ইংরাজী সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে রত্নলাভ করিতেছেন—একটু উদ্যম, উৎসাহ, স্বদেশপ্রিয়তা লাভ করিতেছেন। এই সৎ গুণগুলি আরেকটু অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।”

বঙ্কিমচন্দ্র

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য, পৃঃ ৩৩

“.....এমন অনেক সৎ উৎসাহী ব্যক্তি আছেন যাঁদের কাছে ইংরাজী ভাষা তিক্ত, বিস্বাদ ফলের মতই অপ্রয়োজনীয়। এর কারণ হল ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ও বৃটিশ রাজত্বের ঘৃণ্য অপশাসনের ফলে উদ্ভূত হীনমন্যতাসুলভ মানসিক জটিলতার প্রভাব। বর্তমানে যাঁরা ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব ও ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তাঁরা জানেন না যে পরবর্তী প্রজন্মকে কি অমূল্য সম্পদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন।”

সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী

(দি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশন, পৃঃ-৯-১১)

শিশু বয়সই ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময়

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী তুলে দেওয়ার সমর্থনে বলতে গিয়ে রাজ্য সরকার এও পর্যন্ত বলেছিলেন যে, ইংরাজীর ভয়েই ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় স্কুল ছেড়ে যায়। কিন্তু এই পশ্চিমবাংলার মাটির সাথে যাঁদের বিন্দুমাত্র পরিচয় বা যোগাযোগ রয়েছে তাঁরা সকলেই জানেন—স্কুল ছাড়তে হয় ইংরাজীর ভয়ে নয়, দারিদ্র্যের চরম অভিশাপে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা বলতে শুরু করলেন, শিশু বয়সে একাধিক ভাষা শেখালে শিশু মনে নাকি চাপ পড়বে এবং তাতে তারা না পারবে মাতৃভাষা শিখতে, না পারবে ইংরাজী শিখতে। 'ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের ছেলেরা কিভাবে পারে' এই প্রশ্নের উত্তরে এমন হাস্যকর কথাও বলেছিলেন যে, বড়লোকের বাড়ীর লোকেরা প্রোটিন খেতে পায়, মস্তিষ্ক একটু উন্নত তাই তারা পারে,—সাধারণ ঘরে তা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ছাত্রদের ইংরাজী দরকার নেই—তারা শিখতে পারবে না।

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী শিক্ষা বিসর্জনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আদর্শ কি ?

আদর্শ হল, কুখ্যাত ইংরেজ শাসক লর্ড কার্জনের সরকারী প্রস্তাব। এই বক্তব্যকে রাজ্য সরকার তার মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ৬ই আগষ্ট, ১৯৮২-র সংখ্যায় উদ্ধৃত করেছেন (পৃ: ১১০)।—

> **"English has no place and should have no place in the scheme of primary education. As a general rule, a child should not be allowed to learn English as a language until he has made progress in the primary stages of instructions and has received a thorough grounding in its mother tongue."**
>
> **(Govt. resolution: 1904)**

অথচ বিশ্বের প্রখ্যাত শিশু-শিক্ষাবিদ, শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ, নিউরো-সার্জেন এবং এদেশের নবজাগরণের মনীষীদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত হল, শিশু বয়সই ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময়।

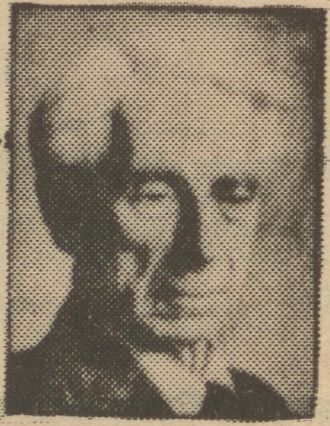

> **"শিশু বয়সেই আধুনিক ভাষা নিপুণ ভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব। অধিক বয়সে যা কখনোই সম্ভব নয়। সম্ভব হলে শিশু বয়সেই একাধিক ভাষা শেখানো যুক্তিযুক্ত। কেউ কেউ এ কথা ভেবে শঙ্কিত হন যে শিশু বয়সে অপর কোন ভাষা শিখলে তা তার মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে ; আমি তা বিশ্বাস করি না।"**
>
> **বার্ট্রাণ্ড রাসেল**

> **"পৃথিবীতে সমস্ত স্বাভাবিক মানবশিশু যে কোন ভাষাই সমানভাবে শিখতে পারে এবং সেটা অতি ছোট বয়সেই—তার ভাষা যত জটিলই হোক না কেন।"**
>
> **লিনবার্গ**

> **"মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে শিশু মস্তিষ্ক ৪ থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত একাধিক দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা শুরু করার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়।"**
>
> **পেনফিল্ড**

"মস্তিষ্কে ভাষার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু Neurophysiolosist -দের গবেষণায় জানা যায় যে ৪—১০ বৎসর বয়সই ক্লাশ রুমে একাধিক বিদেশী ভাষা শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট সময়।"

উইলগা রিভার্স
(Teaching Foreign Language Skills প্রবন্ধ)

"বয়ঃসন্ধিকালের আগে পর্যন্ত শিশুর নতুন ভাষা শেখা খুবই সহজ।"

আর বি লা পেজ
The National Language Question Linguistic Problems of Newly Indepedent States

"...একটি শিশু বিনা প্রচেষ্টাতেই দু-তিনটি ভাষা দ্রুত শিখতে পারে, কোন accent ছাড়াই। কিন্তু দশ বছর বয়স হয়ে গেলেই তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন দরকার হয় অনেক বেশী শ্রম-প্রচেষ্টা।এই বয়সে তার মধ্যে জন্ম নেয় এক পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া, একটি প্রতিরোধের মতন। ২-৩ বছর বয়সে এই প্রতিরোধক্রিয়া থাকে না।

লা ক্যোৎ দ ন্যুঁয়
(হিউম্যান ডেস্‌টিনি)

"তোমাদের মধ্যে কে কে ইংরাজী শিখছ? তোমাদের অবশ্যই ইংরাজী শেখা উচিৎ। আমি নিয়মিত স্কুল কলেজে পড়াশুনা করার সুযোগ পাইনি। তার ফলে বিদেশী ভাষা শেখার ব্যাপারে আমি খুব পিছিয়ে পড়েছি। বিদেশী ভাষা অল্প বয়সেই শেখা উচিৎ। প্রাথমিক স্কুল থেকেই এই শিক্ষা শুরু হলে ভাল হয়।"

মাও-সে তুং
(১৯৭৩ সালে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির উচ্চস্তরের নেতাকর্মীদের সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম প্রকাশ রেডগার্ডদের পত্রিকা Ming Pao-20 Dec 1973.)

"একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে—একটি শিশু এক বছর বয়সে জানত ৩টি শব্দ, দুই বছরের মাথায় সে ২৭২টা শব্দ শিখে ফেলেছে। ম্যাকার্থি দেখেছেন শিশুদের ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যার গড় ১৮ মাসে ২০টা থেকে বেড়ে ৫০ মাসে ২৩০টা হয়। স্মিথের মতে, ৬ বছর বয়সের মাথায় শিশুরা প্রায় ২৫০০ শব্দ লিখে ফেলতে পারে। ক্রাউট দেখিয়েছেন শিশুদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির সময়ে বছরে তারা গড়ে প্রায় ৬০০টি নতুন শব্দ শিখতে পারে। কিন্তু একটি বিশেষ বয়সে পৌঁছানোর পর—যেটাকে একটা পরিণতি প্রাপ্তির বয়স বলা হয়—এই গড় কমে যায়।"

ডঃ এন কে প্রসাদ
(The Language Issue in India.)

রাজ্য সরকার এ প্রশ্নও তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি শিশু বয়সে ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে তুলেও প্রচার করেছেন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ যে শিশু বয়সেই মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তা একটি জ্বলন্ত সত্য। শান্তিনিকেতনে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শিশুদের উপযোগী বইও লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ১৯৩৫ সালে ছাপা বিশ্বভারতীর পাঠভবনের ভাষা পাঠ সংক্রান্ত অংশবিশেষ :

Patha Bhavan (School Department) English Group

Bengali: Ability to use complete sentences. Ability to reproduce in spoken words fairy tales and stories told in class. Ability to write words of one syllable. Ability to recite correctly nursery rhymes and other poems.

Recommended Books: সহজ পাঠ (প্রথম ভাগ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

English—conversational lessons. Book recommended for Teachers' use: শ্রুতিশিক্ষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ লিখিত ইংরাজী Primer গ্রন্থের তালিকা :

(১) ইংরাজী সোপান উপক্রমণিকা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ

(২) ইংরাজী শ্রুতি শিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ

(৩) ইংরাজী সহজ শিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ

(৪) ইংরাজী পাঠ (প্রথম) আদর্শ প্রশ্ন

উন্নত দেশেও প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ শিশুবয়সে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়

উন্নত দেশগুলিতে তাই শিশুবয়সেই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ বামফ্রন্ট সরকার সে সত্যকে অস্বীকার করে চলেছেন।

সংবাদে প্রকাশ —

"প্রমোদ দাশগুপ্ত...রাজ্য সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের আন্দোলনের সমালোচনা করেন। ...বুদ্ধিজীবীরা স্কুলের প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী রাখার কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রাথমিক স্তরে শিশুকে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। তিনি বিদেশে গিয়ে কোথাও দোভাষী ছাড়া কাউকে মাতৃভাষায় ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে দেখেন নি।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮·২·৮১

"বসু (জ্যোতি বসু) বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন রাজ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি অন্য কোন ভাষা পড়ান হয় না, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভাষা ছাড়া।...অনেকে আবার বলেছেন, ইংরাজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। কিন্তু আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। ইংরাজী বলা লোক খুব কমই দেখেছি।"

'গণশক্তি'

২৪ শে ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৮১

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ

অথচ বাস্তব চিত্রটি কি ?

অথচ রবীন্দ্রনাথ যে শিশু বয়সেই মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তা একটি জ্বলন্ত সত্য। শান্তিনিকেতনে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শিশুদের উপযোগী বইও লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ১৯৩৫ সালে ছাপা বিশ্বভারতীর পাঠভবনের ভাষা পাঠ সংক্রান্ত অংশবিশেষ :

Patha Bhavan (School Department) English Group

Bengali: Ability to use complete sentences. Ability to reproduce in spoken words fairy tales and stories told in class. Ability to write words of one syllable. Ability to recite correctly nursery rhymes and other poems.

Recommended Books: সহজ পাঠ (প্রথম ভাগ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

English—conversational lessons. Book recommended for Teachers' use: শ্রুতিশিক্ষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ লিখিত ইংরাজী Primer গ্রন্থের তালিকা :

(১) ইংরাজী সোপান উপক্রমণিকা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ

(২) ইংরাজী শ্রুতি শিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ

(৩) ইংরাজী সহজ শিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ

(৪) ইংরাজী পাঠ (প্রথম) আদর্শ প্রশ্ন

উন্নত দেশেও প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ শিশুবয়সে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়

উন্নত দেশগুলিতে তাই শিশুবয়সেই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ বামফ্রন্ট সরকার সে সত্যকে অস্বীকার করে চলেছেন।

সংবাদে প্রকাশ —

"প্রমোদ দাশগুপ্ত....রাজ্য সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের আন্দোলনের সমালোচনা করেন। ....বুদ্ধিজীবীরা স্কুলের প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী রাখার কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রাথমিক স্তরে শিশুকে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। তিনি বিদেশে গিয়ে কোথাও দোভাষী ছাড়া কাউকে মাতৃভাষায় ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে দেখেন নি।"

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮·২·৮১

"বসু (জ্যোতি বসু) বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন রাজ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি অন্য কোন ভাষা পড়ান হয় না, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভাষা ছাড়া।...অনেকে আবার বলেছেন, ইংরাজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। কিন্তু আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। ইংরাজী বলা লোক খুব কমই দেখেছি।"

'গণশক্তি'

২৪ শে ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৮১

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ

অথচ বাস্তব চিত্রটি কি ?

"এটা কোনক্রমেই সত্য নয় যে ইউরোপের কোথাও প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষা পড়ানো হয় না। ১৯৬২ সালে হামবুর্গে ইউনেসকো ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপর আহূত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে যে, ৪৫টি দেশের তথ্য সম্মেলনের হাতে রয়েছে তার মধ্যে ৩২টিতেপ্রাথমিক স্তরে কোন না কোন বিদেশী ভাষা পড়ানো হয়।....লুকসেমবার্গে জার্মান ভাষা এবং সুইডেনে ইংরাজী ভাষা প্রাথমিক স্তর থেকেই পড়ানো হয়। নেদারল্যাণ্ডে প্রাথমিক স্তরে একই সঙ্গে জার্মান, ফরাসী, ইংরাজী এমনকি এসপারেন্টোও পড়ানো হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসী এবং ইটালিয়ানভাষী অঞ্চলগুলিতে যথাক্রমে জার্মান এবং ফরাসী ভাষা প্রাথমিক স্তর থেকেই পড়ানো হয়। ফেডারাল রিপাব্লিক অফ জার্মানীতে আজকাল জার্মান ছাড়াও রুশ ভাষা বাধ্যতামূলক প্রাইমারী স্তরেই পড়ানো হচ্ছে এবং মাধ্যমিক স্তরে আরও একটি বিদেশী ভাষা—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যা হল ইংরাজী।

ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন প্রত্যেকেই প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে। প্রথম তিনটি দেশ তো তাদের কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষায় এমনকি নার্সারীস্তরেও বিদেশী ভাষা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

সুনন্দ সান্যাল

ভাষা শিক্ষা, ষ্টেটসম্যান ৩ ফেব্রু: ১৯৮১

"উল্লেখ করা দরকার, অনেক সময়ে স্কুলের বয়সের আগেই বিশ্ব ও বৃটিশ সংস্কৃতির সঙ্গে সোভিয়েত শিশুদের পরিচয় শুরু হয়ে যায়। বহু নার্সারি স্কুলে সাত বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ইংরাজী পড়ানো হয়। বাচ্চাদের জন্য ৩৪০ ঘণ্টার পাঠকালের একটা বিশেষ পাঠ্যবইও প্রকাশ করা হয়েছে।"

মস্কো নিউজ

সাপ্তাহিক সংখ্যা ৫০, ১৯৮০

"...সুইডেনের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নীচু স্তরে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সের সমস্ত সুইডিশ শিশুদের জন্য এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

এই সব বিদ্যালয়ে তিনটে স্তর আছে: জুনিয়র (১-৩ গ্রেড), মধ্যম (৪-৬ গ্রেড) এবং সিনিয়র (৭-৯ গ্রেড)।...৩ থেকে ৯ গ্রেড পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক।"

Fact sheets on Sweden October 1979
Swedish Information Service

"...ফ্রান্সের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষামূলকভাবে বিদেশী ভাষা শিক্ষা শুরু হয়েছে।"

রিপোর্ট ১১ জুন, ১৯৮১

ফরাসী রাষ্ট্রদূত অফিস, নয়াদিল্লী

"স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা আবশ্যিক। তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী হল আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা।"

অধ্যাপক মহম্মদ মনিরুজ্জামান,

(বাংলা বিভাগের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)

উদ্ধৃত যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ১৯৮১

সমাজতান্ত্রিক চীনেও প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষা শিক্ষা শুরু হয়েছে এবং তা অবশ্যই ইংরাজী ভাষা। প্রাথমিক স্তরে ভর্তির বয়সসীমা সাত বছর। অবস্থা অনুসারে ছয় বা সাড়ে ছয় বছরের শিশুরাও ভর্তি হয়। পাঠ্য বিষয় : চীনা ভাষা, বিদেশী ভাষা প্রধানত ইংরাজী, পাটিগণিত প্রকৃতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান, শরীর চর্চা, সঙ্গীত, ছবি আঁকা, রাজনীতি (তৃতীয় স্তর এবং তার ঊর্ধ্বে)।

সূত্র : বেজিং রিভিউ নং ১,
৭ জানুয়ারি ১৯৭৯

মাধ্যমিক স্তরের ইংরাজী সিলেবাস—ইংরাজী শিক্ষার সর্বনাশ

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী তুলে দেওয়ার সময় রাজ্য সরকার বলেছিলেন, ভাল করে ইংরাজী শিক্ষা দেবেন বলেই তাঁরা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কেউ কেউ এই প্রচারে বিভ্রান্তও হয়েছিলেন। কিন্তু মাধ্যমিকের ইংরাজী সিলেবাস দেখে তাঁরা প্রত্যেকেই আতংকিত। এতদিন যে সর্বনাশের কথা শিক্ষাব্রতীরা বলে আসছিলেন—আজ তার বীভৎসতা বাস্তবরূপেই হাজির হয়েছে আমাদের সামনে। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। রাজ্য সরকার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, ভালভাবে ইংরাজী শেখার কোন প্রয়োজন নেই, কাজ চালানো গোছের কিছু ব্যবহার শিখলেই চলবে। তাই তাঁরা সিলেবাসকে সেভাবেই তৈরী করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সিলেবাসটি হয়েছে আগাগোড়া অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যারা ইংরাজীর বিন্দুবিসর্গও জানে না তাদের পক্ষে এই সিলেবাসকে আয়ত্ত করা এক কথায় অসম্ভব।

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য রচিত 'লার্নিং ইংলিশ' স্টেপ ওয়ান বইটি পড়লেই বোঝা যাবে, সিলেবাস রচয়িতারা ধরেই নিয়েছেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কিছু না কিছু ইংরাজী জ্ঞান নিয়ে ক্লাসে আসবে।

অথচ এই ছাত্রছাত্রীরা এই সরকারেরই কল্যাণে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত a, b, c, d-টুকুও শেখেনি। আর আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন নয় যে তারা অতিরিক্ত টাকা খরচ করে ইংরাজী শিক্ষক রেখে ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে কিছু ইংরাজী শিক্ষা দিতে পারবে। আবার সিলেবাস রচয়িতারা আশা করেছেন—"সারা বছর ধরে তোমরা ৫০টি পাঠের প্রত্যেকটাই তৈরী করবে। স্কুলে যদি কোনটার খানিক অংশ বাদ থেকে যায় তাহলে সেটা বাড়ীতে শেষ করবে।" (দ্রঃ মুখবন্ধ, লার্নিং ইংলিশ, স্টেপ ওয়ান)। এটা বাস্তবায়িত হবে কতটুকু ?

এমতাবস্থায় কার্যতঃ শহরের কিছু ছাত্র বা বিত্তবান গুটিকয়েক ছাত্র ছাড়া বাদ বাকী বিরাট অংশের ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষার বনিয়াদটাই এই সিলেবাসে তৈরী হবে না। সরকার কি এটাই চান ?

মাধ্যমিকের ইংরাজী সিলেবাসটি চালু করতে গিয়ে সরকার পঠন-পাঠন পদ্ধতিরও পরিবর্তন করেছেন এবং তা করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব পরিস্থিতিটি বিচার করার কোনও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। তাঁরা যে পদ্ধতিতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন, তাকে তাঁরা বলছেন direct method বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। যাঁরা এই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন তাঁরা বলেছেন যে, এই ভাষা শিক্ষা ছাত্রদের দিতে হবে একেবারে শিশু অবস্থা থেকেই। তাই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সময় তাঁরা মাতৃভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। আর রাজ্য সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত a, b, c, d-ই শেখাচ্ছেন না, ইংরাজী ভাষার কোন পরিবেশই ছাত্রদের কাছে নেই। এই অবস্থায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে এসে এইভাবে শিক্ষা সম্ভব কি ? এই বয়সে বিন্দুমাত্র ইংরাজী না শেখার ফলে সে যা কিছু চিন্তা করে বা বুঝতে চায় তা সে করে মাতৃভাষাতেই। তাই ভাষান্তরিতকরণের প্রক্রিয়া তার পক্ষে কোনমতেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

আর direct method-এর মানে যা রাজ্য সরকার দাঁড় করিয়েছেন তা হল একমাত্র একটি exercise book তৈরী করে তার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া। তা ছাড়া direct method-এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দানের যে পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং তার জন্য আনুষঙ্গিক যে জিনিষপত্রগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখানে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাদানের ন্যূনতম ব্যবস্থাটাই নেই। সেগুলির কোন ব্যবস্থা না করে, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বাগাড়ম্বর এককথায় অপরাধ। কারণ তাতে না হয় পুরাতন পদ্ধতিতে পড়াশুনা, না হয় নতুন পদ্ধতিতে পড়াশুনা। পদ্ধতির বড় বড় বাক্যবিন্যাস হয়ত থাকছে—কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা যাচ্ছে অবলুপ্তির পথে।

এই নতুন পদ্ধতির কথা বলে তাঁরা শিক্ষকের ভূমিকাকে চূড়ান্তভাবে হ্রাস করেছেন। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—"ছাত্রদের নিজেদের অধ্যয়ন করতে দিন...কিন্তু কখনও নিজেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানে জড়িত করবেন না।"

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের বলা হয়েছে "ক্লাসরুম ম্যানেজার"। বলা হয়েছে, "পাঠ্যপুস্তকগুলি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অথচ direct method-এ শিক্ষকদের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষা নীতির সাথে রাজ্যসরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর

মিল খুঁজে পাওয়া যায় প্রথাগত শিক্ষাকে ধ্বংস করে মূলতঃ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার উপর জোর দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিতে "শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি চালানোর" কথা বলা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন—

"এখানে শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষা গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং ছেলেমেয়েদের একে অন্যের কাছ থেকে শিখবার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করা হবে।" (প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন, অনুঃ ২।২৬)

অথচ যাঁরা শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেছেন, শিক্ষাবিদ বলে আমরা যাঁদের চিনি তাঁরা অন্য মত পোষণ করেন।

"শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যাতে একটি ব্যক্তিত্ব অপর একটি ব্যক্তিত্বের উপর ক্রিয়া করে এবং এর মাধ্যমে তার উন্নয়ন সাধন করে।"

জন অ্যাডাম্‌স্‌

"শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে ; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়। শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলে সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে।...... পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য্য সজীব দেহে শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ

"শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ,
(জীবনস্মৃতি)

বিষয়বস্তু ও ভাষা বিচ্ছিন্ন নয়

মাধ্যমিকের এই ইংরাজী সিলেবাসটিতে তাঁরা ভাষা-শিক্ষার বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে হ্রাস করেছেন এবং নানাভাবে এই কথাটির উপর জোর দিয়েছেন যে, "বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই—কারণ বিষয়বস্তু এখানে গৌণ—বরং এর মধ্য দিয়ে যে function বা ভাষার ব্যবহারিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে তাই মুখ্য।" অথচ ভাষার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

"ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই মতো, তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল

ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। একেই আমরা বলি সাহিত্য।"

রবীন্দ্রনাথ
(সাহিত্যের তাৎপর্য)

সি পি আই (এম)-এর মুখপত্র গণশক্তির নিবন্ধকার আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন—"প্রাচীন পন্থায় বাস্তব ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ে জ্ঞান অর্জন ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ইংরাজী ভাষা তার উপায় বা মাধ্যম, আর বর্তমানের পাঠ্যবিষয় ইংরাজী ভাষাশিক্ষার উপায় বা মাধ্যমমাত্র—উদ্দেশ্য ভাষাশিক্ষা।" (৭ই মে)

অথচ শিক্ষাবিদরা বলেছেন অন্য কথা ঃ

"বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথ
(শিক্ষার হেরফের)

"ধ্বনি ও কথার সমন্বয়ে গঠিত শব্দের মাধ্যমে ভাবের প্রকাশই হল ভাষা। শব্দের সমন্বয়েই বাক্য গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াতেই ধ্যান-ধারণা সমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে 'ভাব' বা 'চিন্তা' রূপ পরিগ্রহ করে।"

হেনরী সুইট,
(দি নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভল্যুম-১০)

"ভাষা হল ভাবপ্রকাশের মাধ্যম এবং কোন একটি দেশের মানুষ যদি তাদের ধ্যান-ধারণার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে না পারে, তাহলে তারা তাদের ভাষার স্বাতন্ত্র্যও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না।"

নোয়া ওয়েবস্টার

সাহিত্য মানুষের মধ্যে মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলে

সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ সাহিত্যপাঠ বিসর্জনের মুখে। মাধ্যমিকের বর্তমান ইংরাজী সিলেবাসটিতে চোখ ফেললেও তা ধরা পড়ে। অন্যান্য বহু বিষয়ের সাথে সাহিত্যের কিছু অংশও যে অন্তর্ভুক্ত নেই তা নয়। বেশ কিছু অংশ রয়েছে। কিন্তু এমনভাবে, এমন ঢং-এ রয়েছে এবং তার অনুশীলনের জন্য যে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে তাতে সাহিত্যের মর্মবস্তুকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। শুধু মাধ্যমিকের সিলেবাসই নয়, শিক্ষার সমস্ত স্তরেই সাহিত্যপাঠের গুরুত্বকে চূড়ান্তভাবে হ্রাস করা হয়েছে। তাই ডিগ্রী স্তরে সাহিত্যপাঠ আজ আর আবশ্যিক নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারও ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্বকে হ্রাস করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যে নির্দেশিকাগুলি কার্য্যকর করতে বলা হয়েছে তাতে ইংরাজী ভাষার ক্ষেত্রে Communication Skill বা যোগাযোগ ক্ষমতা গড়ে তোলার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যভিত্তিক আলোচনাসহ অধ্যয়ন ও ভাষার সৃজনশীল ব্যবহার ও প্রয়োগসমূহ বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (U.G.C নির্দেশিকা, ২৩তম ক্রোড়পত্র, প্রথম অধ্যায়)।

ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অত্যন্ত সচেতনভাবেই যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে এ রাজ্যে বাস্তবায়িত করেছেন, তা তাঁদের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। ১৯৮০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর রাজ্য সরকারী মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা লিখেছিলেন—